কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৯তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা ০৫/০৬/২০০৮ খ্রি. তারিখ বিকাল ০২.৩০ ঘটিকায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সভায় আলোচ্য বিষয়তে অন্তর্ভুক্ত করার মত কোন বিষয় আছে কিনা জানতে চান। আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম মার্কেটিং ম্যানেজার, এসিআই লি আলোক-৯৩০২৪ হাইব্রিড ধান জাতের নাম পরিবর্তন বিষয় একটি আলোচ্য সূচী অন্তর্বুক্তির জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর সভঅপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শরু করার জন্য জনাব ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিক, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপপরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৫৮তম সভা গত ২৪/৩/২০০৮ ইং তারিখ ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়াম্যান, কারিরগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ১২/৪/২০০৭ইং তারিখের ২৩৯০(২৭) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভঅয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভঅর সিদ্ধান্তসমূহ ইতিমদ্যে আসন্ন জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভঅর সদস্য সচিব ও মহা পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই এ বিষয়ে বাস্ত বায়নের অগ্রগতি জানা যাবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফলস গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর তিনটি জাত ক) কারেজ খ) স্পিরিট ও গ) লেডি রোসেটা ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) কারেজ ঃ কন্দাল ফসল গেবষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কযেক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হচ্ছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "কারেজ" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতি। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৬.৫৭ এবং ২৬.০৯ টন পাওয়া যায়, অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ মেঃ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। অন্য ৫টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে চেকজাতের চেয়ে ফলন কম হওয়ার দরুন জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই, ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি এবং ১টি স্থঅনে পুনঃট্রায়ালের কথা উল্লেখ রয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) স্পিরিট ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশে কিছু বিদেশী জার্মাপ্লাজম টিসিআরসি কর্তৃক মুল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর হল্যান্ডের জাত "স্পিরিট" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাচ লম্বা উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সুবজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৬.৬২ এবং ২৯.০০ টন পাওয়া যায় অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যাথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ মেঃ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থঅনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি এবং ১টি স্থানে পুনঃট্রায়াল স্থাপন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ) **লেডি রোসেটাঃ** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "লেডি রোসেটা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সুবজ। ৯০/৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাল কলে। আলু গোলাকার। আলুর রং লাল, চামড়া কিছুটা মসৃন। আলুর শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৫.৬১ এবং ২৯.৭০ টন পাওয়া যায় অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ কর হয়েছে, ১টি স্থানে সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মনজুর হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি কর্তৃক আবেদনকৃত তিনটি আলু জাতের বর্ণনা সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতে ডঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান ডায়ামন্ট ও অন্যান্য ছাড়কৃত জাত থেকে প্রস্তাবিত জাত তিনটির কোন Significant পার্থক্য আছে কিনা। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত তিনটি জাতের রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে চান। অপর দিকে ডঃ কে এম এস জামান, সিএসও, বিনা প্রস্তাবিত জাতগুলোর Late blight রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি না জানতে চান। এসব প্রশ্নের উত্তরে ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বারি জানান যে, দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি আলুর Processing Industry গড়ে উঠেছে। এ সকল Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী তেমন ভাল জাত নেই। প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাতই Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাতই রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা চেকজাত ডায়ামন্টের অনুরুপ অর্থাৎ মধ্যম প্রকৃতি তবে PLRV এর প্রতি অন্যান্য জাতের মতই সংবেদনশীল। অতঃপর ডঃ মোঃ আঃ মান্নান, মাহ পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন প্রস্তাবিত জাতগুলো Processing জাত হিসেবে Confine রাখতে না পারলে দেশে আলু ফলন কমে যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। জনাব আনোয়ারুল হক, সভাপতি সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ কারেজ (Courage) জাতটি সম্বন্ধে বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ডায়ামন্ট এর সম সাময়িক। তবে এ জাতটির Dry matter বেশী ও Reducing sugar কম থাকার কারণে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ক্রিপস তৈরীতে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন Courage জাতটি এ বছর ছাড়করণ না পেলে দেশের ২টি ক্রিপস Processing Industry কাঁচা মালের অভাবে এক বছর বন্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জনাব ননী গোপাল রায়, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে গ্রানুলা জাতটি সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানী হচ্ছে। দেশে Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাতের পাশাপাশি রপ্তানী যোগ্য জাত থাকলে আমাদের দেশের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ট্রায়াল ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত কারেজ (Courage) জাতটিকে শুধুমাত্র ১টি স্থান থেকে ছাড়করণের পক্ষে এবং অপর ২টি জাত স্পিরিট (Esprit) ও লেডি রোসেটা (Lady Rosetta) কে ৪টি স্থান থেকে ছাড়করনের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন নতুন কোন জাত ছাড়করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়নের প্রতিবেদন অবশ্যই শুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেওয়অ দরকার। এ বিষয়ে উপস্থাপতি তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত কারেজ (Courage) জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হলো এবং স্পিরিট (Esprit) ও লেডি রোসেটা (Lady Rosetta) জাত ২টিকে যথাক্রমে বারি আলু- ২৭ ও বারি আলু-২৮ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ৫০ তম সভার আলোচ্য বিষয়-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণপূর্বক একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচলক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী বরাবর দালিখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপান করা হয়।

আলোচনার শুরুতে ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমনা (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ বিষয়ক উপ-কমিটির আহবায়ক জনাব ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উল্লেখ করেন যে, পরপর তিনটি সভার মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত ৬৫টি ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনপূর্বক প্রস্তাবিত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং) উল্লেখ করেন যে, ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ও দেশে ইতিপূর্বে নির্ধারিত অন্তরবর্তীকালিন (Interim) বীজমান ও মাঠমান বিবেচনা করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ননোটিফাইড ফসরের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনে কোন কোন ফসলে ভারতের মান থেকে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায় এবং সেটা কি কারনে করা হয়েছে জানতে চান। এ বিষয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জনাব মাহবুব আনাম সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার্স এন্ড ডিলার এসোশিয়েশন ননোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান আরও পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত করনের পক্ষে মত প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাইড ফসরের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃ উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ এসসিএসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী এবং প্রাইভেট সীড সেক্টরের প্রতিনিধি)।

আলোচ্যে বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সুপারিশমালা প্রনয়ন।

হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণের নিমিত্তে গত ০৬/৭/০৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ফার্মগেট ঢাকাকে আহ্বায়ক করে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয় যথা-১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি ৩। ব্রি, গাজীপুর এর একজন প্রতিনিধি, ৪। বিএডিসি'র এরকজন প্রতিনিধি ৫। বেসরকারি খাতের একজন প্রতিনিধি (ব্র্যাক) এবং ৬। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর, সদস্য-সচিব।

উল্লেখিত উপ-কমিটি কর্তৃক হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিমালা প্রণয়ন করে সদস্য সচিব, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির আহক্ষায়ক জনাব ডঃ মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি পরপর দুইটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অদ্যকার প্রস্তাবিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সুপরিশমালা প্রনয়নে হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে সঠিকভাবে ট্রায়াল বাস্তবায়ন, F1 বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করনসহ অন্যান্য সামগ্রিক বিষয়াবলী বিবেচনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত বেসরকারী প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম, মার্কেটিং ম্যানেজার, এসিআই এবং জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান ব্যবস্থায় দেশে F1 বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি ৮ বৎসর পর্যন্ত F1 বীজ আমদানীর সুযোগ রয়েছে এবং অদ্যকার সুপারিশমালায় উক্ত আমদানীর সুযোগ ৮ বৎসর থেকে কমিয়ে ৫ বৎসর করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত হবেনা বলে মত প্রদান করেন। এতদব্যাতিত অন্যান্য সুপারিশমালার উপর উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দেশে মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধানের নিবন্ধিকরন, সেই সাথে দেশে হাইব্রিড ধানের F1 বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে চলমান পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নিম্ন বর্ণিত সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

১। কোন কোম্পানী প্রতি মৌসুমে একটি বেশী জাত ট্রায়ালের জন্য আবেদন করতে পারবে না। তবে দেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না।

২। আমদানীর সময়সীমা ৮ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর ঠিক রাখা। কোন নিবন্ধিত জাত নিবন্ধনের ৪র্থ এবং ৫ম বছর থেকে দেশে যে পরিমাণ এফ-১ বীজ উৎপাদন করবে ঠিক সে পরিমাণ বীজই আমদানীর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন জাত ৬টি অঞ্চলের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ২ বছরের গড় ফলন চেকজাত হতে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ার ভিত্তিতে দেশের সকল অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুনঃট্রায়ালের কোন সুযোগ থাকবে না।

৪। যে সকল জাত বাহির থেকে আমদানী করা হবে তাদের ক্ষেত্রে ২ বছর এব যে সকল জাত দেশের অভ্যন্তরে উদ্ভাবিত হবে সে ক্ষেত্রে ১ বছর ট্রায়াল করবে। তবে এ ক্ষেত্রে এসসিএ'র পর্যবেক্ষনে উদ্ভাবক কর্তৃক পূর্ববর্তী মাল্টিলোকেশন ট্রায়ালের প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে।

৫। আমদানীকৃত যে সমস্ত হাইব্রিড জাতের নিবন্ধন দেয়া হবে সে সকল জাতের Amylose Content সর্বনিম্ন ২৫% থাকতে হবে।

৬। কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত হাইব্রিড জাতের নির্বাচনের ট্রায়াল প্লট এবং দেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল প্লট এসসিএ কর্তৃক মনিটরিং বাধ্যতা মূলক করতে হবে।

৭। কোড নম্বর সংরক্ষণের স্বার্তে ট্রায়ালের নিমিত্তে এসসিএকে উদ্ভাবক/আমদানীকারক কর্তৃক সরবরাহকৃত হাইব্রিড জাতের বীজ কোন প্রকার রাসায়নিক বীজ শোধক দ্বারা ট্রিটেট বীজ অথবা এমন কো সন্দেহ জনক সাংকেতিক চিহ্নিত বীজ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এসসিএ কর্তৃক ট্রায়ালকৃত সকল জাতের বীজকে একই প্রকার বীজ শোধক দ্বারা শোধনের ব্যবস্থা করবে।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত শর্তসমূহের জুলাই/২০০৮ থেকে ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশ প্রণয়ন।

হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডঃ লুৎফর রহমান, জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে আহক্ষয়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়।

উক্ত কমিটি হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক, নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণপূর্বক সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করেছেন। এ বিষয়ে টিসিআরসি'র প্রতিনিধি জনাব ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, সিএসও উল্লেখ করেন যে, আলুর প্রায় ১৮০টি বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রয়েছে। বর্তমান পদ্ধতি মাত্র ৪টি রোগের যথা Late blight, leaf rool, Mosaic ও Ring rot এর উল্লেখ আছে তাই পদ্ধতিটি আরও সংশোধন করা দরকার।

মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমানে বিধেশ থেকে আলুর নতুন জাত আমদানীপূর্বক ছাড়করণের অনুমোদিত পদ্ধতি রয়েছে এবং উক্ত জাতের Basic Seed (ভিত্তি বীজের সমতুল্য) এনে বর্ধনপূর্বক বাজারজাত করা হয়ে থাকে। তবে প্রজনন বীজ উৎপাদনের অধিকার আমাদের দেশে নেই। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, বর্তমানে আমাদের দেশে ধানের Hybrid ও Open polinated এ দুই ধরনের জাতের আবাদ হচ্ছে এবং এ দুই ধরনের জাতের জন্য দুই ধরনের নিবন্ধন পদ্ধতি আছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আলু একটি Reproduceable Crop এবং আমাদের দেশে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের Breeder Seed উৎপদনের সক্ষমতা নেই। আলুর জাত ছাড়করণে তাড়াহুড়া করা হলে সঠিক জাত নির্বাচন কার্যক্রমে বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া বর্তমান পদ্ধতির বাহিরে আরও একটি পদ্ধতি থাকবে কিনা তা পর্যালোচনা করা দরকার। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যরেম বর্তমান আলুর মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং উক্ত পদ্ধতিটি সংশোধনের জন্য এবং বর্তমান পদ্ধতির বাহিরে আরও একটি পদ্ধতি থাকার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করে আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ SCA, TCRC, BADC, সংশ্লিষ্ট NGO's & Private Sectors প্রতিনিধি)।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-ক ঃ আলু গ্রেড নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আবেদন।
আলুর গ্রেড সংক্রান্ত বিষয়টি কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিএডিসি বীজ আলুর বর্তমান তিনটি গ্রেড যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ), ৫.গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃমিঃ) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ) এর পরিবের্তে দুইটি গ্রেড যথা গ্রেড-এ (২৮-৪০ মিঃ মিঃ) ও গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) করার জন্য আবেদন করেছে। উক্ত সভায় বিএডিসি কর্তৃক পরবর্তী সভায় আলুর গ্রেড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করার কথা রয়েছে। সে মোতাবেক বিএডিসি অদ্যকার সভায় নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানীর ২টি ইনভয়েস দাখিল করেন। দাখিলকৃত ১ম ইনভয়েসে ইস্টার্ন ট্রেড কর্পোরেশন ৪/৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা নেদারল্যান্ড এর HZPC কোম্পানী থেকে Felshina ও Asterix জাতের Basic শ্রেণীর আলু আমদানী করে তাতে উভয় জাতের আলুর ক্ষেত্রে সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে এবং অপর ইনভয়েসে দেখা যায় বিএডিসি, নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানীর ২টি ইনভয়েস দাখিল করেন। দাখিলকৃত ১ম ইনভয়েসে ইস্টার্ন ট্রেড কর্পোরেশন ৪/৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা নেদারল্যান্ড এর HZPC কোম্পানী থেকে Felshina ও Asterix জাতের Basic শ্রেণীর আলু আমদানী করে তাতে উভয় জাতের আলুর ক্ষেত্রে সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে এবং অপর ইনভয়েসে দেখা যায় বিএডিসি, নেদারল্যান্ড এর DEN HARTIGH কোম্পানী থেকে Basic শ্রেণীর গ্রানলা জাতের বীজ আলু আমাদানী করে।

এ ক্ষেত্রেও আলু সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও বিএডিসি একটি প্রশিক্ষণ হ্যান্ড আউট দাখিল করেছেন তাতে ভারতের বীজ আলুর গ্রেড ৩০/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে। বিএডিসি দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, বীজ আরু বর্তমান তিনটি গ্রেড থেকে ২টি গ্রেড থেকে ২টি গ্রেডে রুপান্তর করা হলে কাজের সুবিধা হবে, সময় ও শ্রমিকের সাশ্রয় ঘটবে, ফলে কৃষকের অর্থের সাশ্রয় হবে এবং বীজের সংরক্ষণ ও বিপনন ব্যবস্থাপনাতে অত্যন্ত সুবিধা হবে। ইহা ছাড়াও ২টি গ্রেড হলে বীজ আলুর মূল্য হ্রাস পাবে এবং সাধারণ কৃষ আথিক ভাবে লাভবান হবে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ্য করেন যে, পূর্বে আর্ন্তজাতিক ভাবে বীজ আলুর তিনটি গ্রেড ছিল কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে বিদেশেও বীজ আলুর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। সে দিক বিবেচনা করে আমাদের দেশের বীজ আলুর গ্রেড পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থি অন্যান্য সদস্যবৃন্দও একই মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান বীজ আলুর তিনটি গ্রেড যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃমিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃমিঃ ব্যাস) এর স্থলে দুটি গ্রেড যথা- গ্রেড-এ (২৮-৪০ মিঃ মিঃ) ও গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) অনুমোদেরন জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ- খ ঃ বেসরকারী পর্যায়ে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত/নির্বাচিত/আমদানীকৃত জাতের ছাড়করণ/ নিবন্ধিকরণ প্রসংগে।
বীজ অধ্যাদেশের ধারা-৭ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ কিংবা অনুমোদন নেই এমন কোন নোটিফাইড ফসরের বীজ, প্রাকেট জাত অবস্থায় বিক্রি না করার বিধান রয়েছে। ধান একটি নোটিফাইড ফসল হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন বীজ ব্যবসায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেই এমন বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ প্যাকেটজাত অবস্থায় বিক্রি করছে। এই বিষয়ে ডঃ লুৎফুর রহমান, জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের বিভিন্ন জাত চাষাবাদ হচ্ছে এবং এ জাতগুলোর স্বাতন্ত্র বৈশিষ্টও রয়েছে। যে সমস্ত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে এ গুলো জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে ছাড়করণ করা যেতে পারে। এর ফলে বীজ ব্যবসায়ী ও কৃষকবৃন্দ উভয়ই উপকৃত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রেক্ষিতে জনাব ননী গোপাল রায়, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি উল্লেখ করেন যে, ঝিনাইদহের জনাব হরি বাবুর নির্বাচিত "হরি ধানের" জাতটি সরকারী বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধিত হয়নি। উক্ত জাতটি অনেক স্থঅনে প্যাকেটজাত অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে, ফলে এসসিএ বীজ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বীজ ডিলার ও এসসিএ'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, নোটিফাইড ফসলের জাতসমূহ ছাড়করণ/নিবন্ধিকরনের

ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারী নিয়ম নীতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় নতুন জাত ছাড়করণ/নিবন্ধনের মূল উদ্দেশ্যে ব্যহত হতে পারে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দও একইমত পোষণ করেন। বিস্তাতির আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) অননুমোদিত নোটিফাইড ফসলের জাতের বীজ কোন ব্যক্তি/বীজ ডিলার/প্রতিষ্ঠানের নামে লেভেলিং করে বাজারজাত করা যাবে না।

খ) কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নোটিফাইড ফসরের নতুন জাত উদ্ভান/ছাড়করণ/নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ প্রক্রিয়া ও নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/উদ্ভাবনকারী)।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ-গ ঃ হাইব্রিড ধান জাত আলোক-৯৩০২৪ এর নাম পরিবর্তনে এসিআই লিঃ এর আবেদন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় (১৩/১০/২০০৩ইং) হাইব্রিড ধান আলোক-৯৩০২৪ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন কর হয়। অদ্যকার সভায় এসিআই লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম, মার্কেটিং ম্যানেজার উক্ত হাইব্রিড ধান জাতটি আলোক-৯৩০২৪ এর পরিবর্তে সুন্দরী-৯৩০২৪ নামে নিবন্ধন করার জন্য মৌখিক ভাবে আবেদন করেন। এ বিষয় ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা) বারি উল্লেখ করেন যে, উক্ত আলোক-৯৩০২৪ জাতটির ফলনসহ অন্যান্য গুনাগুন ভাল হলে সে জাতটির নাম পরিবর্তন না করে বাজারজাত করলে কোন সমস্যা হওয়ায় কথা নয়। এ বিষয়ে ডঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও ডঃ এস এম জামান, সিএসও, বিনা একই মত প্রকাশ করেন।
এ বিষয় সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাতটির নাম পরিবর্তন করা হলেও তার নিবন্ধন বৎসর ঠিক রখতে হবে এবং এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন পূর্বক ভবিষ্যতে অন্য কোন জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নিবন্ধনকৃত বৎসর ঠিক রেখে এবং এ দৃষ্টান্ত উথাপনপূর্বক অন্য কোন হাইব্রিড ধান জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না সাপেক্ষে এসিআই লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবতৃনপূর্বক "সুন্দরী-৯৩০২৪" নাম করনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।